জাতিসংঘের
খাদ্য ও
কৃষি সংস্থা

এফএও
দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণের
কারিগরি নির্দেশিকা

3

উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত মৎস্য আহরণ

এফএও
দায়িত্বশীল মৎস্য
আহরণের
কারিগরি নির্দেশিকা

3

উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত মৎস্য আহরণ

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা
রোম, ১৯৯৬

এই তথ্য পুস্তিকায় প্রদত্ত সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তুর মাধ্যমে রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কোন দেশ, সীমানা, নগর বা অঞ্চল বা তার সার্বভৌমত্বের আইনগত মর্যাদা বিষয়ে বা ঐ দেশের সীমান্ত বা সীমানা নির্ধারণ বিষয়ে কোনরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করছে না বা মতামত প্রকাশ করছে না।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। শিক্ষা বা অন্যান্য অ-বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে তথ্য উৎসের ঘোষণা উল্লেখপুর্বক এই তথ্য পুস্তিকার বিষয়বস্তু পুনর্মুদ্রন ও প্রচার গ্রন্থস্বত্বাধিকারীর কাছ থেকে লিখিত পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকেই আইনসম্মত বলে গণ্য হবে। পুনর্বিক্রয় বা অন্যান্য বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে এই তথ্য পুস্তি কার বিষয়বস্তুর পুনর্মুদ্রন গ্রন্থস্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমোদন ব্যতিরেকে নিষিদ্ধ বলে গণ্য হবে। এরূপ অনুমোদনের জন্য বিভাগীয় প্রধান, প্রকাশনা ও মাল্টিমিডিয়া সার্ভিস, তথ্য বিভাগ, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও), ভিয়ালে দেল্লে তার্মে দ্য কারাকাল্লা, ০০১০০ রোম, ইতালী এই ঠিকানায় অথবা copyright@fao.org এই e-mail ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে।

© এফ এ ও ১৯৯৬

Bengali translation by
Ministry of Fisheries and Livestock
and Department of Fisheries
Government of Bangladesh

Translated and Printed by
the Bay of Bengal Programme
Inter-Governmental Organisation
April 2009

পুস্তিকা প্রণয়ন প্রস্তুতি

মৎস্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিসেবা, মৎস্য বিভাগ, এফএও, রোম এর কর্মকতা ও কর্মচারীগণের যৌথ প্রয়াসে এই পুস্তিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। জনাব ডেভিড ইনসাল, পরিসেবার উর্দ্ধতন কর্মকর্তা এই কাজে সরাসরি জড়িত ছিলেন। ড. ষ্টিফেন কানিংহাম (University of Portsmouth, UK), পুস্তিকার প্রথম খসড়া প্রণয়ন করেছিলেন।

সিওএফআই (COFI) এর সুপারিশের সাথে সঙ্গতি রেখে, দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণের খসড়া দিক নির্দেশনাবিধি, রোম, ২৬ সেপ্টেম্বর - ৫ অক্টোবর, ১৯৯৪ কারিগরি আলোচনার জন্য প্রদান করা হয়েছিল। পরবর্তীতে, খসড়া লেখাটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাইয়ের জন্য জমা দেয়া হয়েছিল।

এই প্রাথমিক দিক নির্দেশনাবলী আচরণবিধির ধারা ১০ এর আলোকে বাস্তবায়নের ফলে প্রাপ্ত তথ্য সমূহের ভিত্তিতে মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা হবে।

বিতরণ ঃ

সকল এফএও সদস্য এবং সহযোগী সদস্যবৃন্দ
আগ্রহী রাষ্ট্র এবং আন্তজাতিক সংস্থাসমূহ
এফএও মৎস্য বিভাগ
এফএও আঞ্চলিক কার্যালয়ের এফএও মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দ,
আগ্রহী বেসরকারী সংস্থাসমূহ

এফএও মৎস্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিসেবা, মৎস্য বিভাগ
উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত মৎস্য আহরণ
এফএও এর দায়িত্বশীল মৎস্য কার্যক্রমের কারিগরি নির্দেশিকা নং-৩, রোম, এফএও, ১৯৯৬ পৃষ্ঠা ২৪

সারাংশ

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ তথা বৃহৎ লেকের মৎস্য সম্পদ নানাভাবে উপকূলীয় অঞ্চলের উপর নির্ভরশীল। উপকূলীয় মৎস্য মজুদের উপর অধিকাংশ মৎস্য আহরণ(capture fisheries) নির্ভরশীল, এ সমুদ্রের দূরবর্তী অঞ্চলে মজুদকৃত মাছও আহরণ করে করা হয়ে থাকে যারা জীবনের একটা সময় সমুদ্রপোকূলে যেমন নার্সারি বা চারণ এলাকায় বাস করে। উপকূলীয় অঞ্চলের মাছের মজুদ প্রাথমিক উৎপাদনশীলতার উপর নির্ভরশীল। জলাশয়ের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা খাদ্য শিকলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উপকূলীয় মৎস্য চাষ জায়গা ও সম্পদের জন্য উপকূলীয় এলাকার উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উপকূলীয় এলাকার উপর নির্ভরশীল বিধায় উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে এই সেক্টরের কার্যক্রম অত্যন্ত সংবেদনশীল। ফলে এ খাতের উপর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। একই সময়ে মৎস্য সেক্টর উপকূলীয় অন্যান্য কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্থ বা প্রভাবিত করতে পারে। যেমনঃ জায়গার জন্য প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অত্যন্ত স্পষ্ট বিধায় উপকূলীয় এলাকার কার্যক্রম, পরিবেশ এবং সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।

মৎস্যসম্পদের দায়িত্বশীল আচরণবিধি, ধারা ১০ এর ব্যাখ্যামূলক উপাদান হিসেবে এসব দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এই বিশাল অপ্রতুল উপকূলীয় সম্পদের যুক্তিসংগত ব্যবহারের লক্ষ্যে উপকূলীয় ব্যবস্থাপনায় মৎস্য সম্পদের সমন্বয় করাই দায়িত্বশীল আচরণবিধির ধারা-১০ এর লক্ষ্য। বিশেষ করে এই দিক নির্দেশনাসমূহের মাধ্যমে উপকূলীয় ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা মৎস্যখাতের সমন্বয় করা যাতে উপকূলীয় সম্পদের সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের কৌশল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মৎস্য খাত ও অন্যান্য খাতের মধ্যে মত বিনিময়ের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

উপকূলীয় অঞ্চলের মৎস্যসম্পদের ব্যবহার উন্নয়নে আগ্রহীদের উদ্দেশ্য করেই এ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু কার্যক্রম এই আচরন বিধিতে উলেখ করা হয়েছে। তবে সম্পদ ব্যবহারকারীগণের শুধু সম্পদের মূল্য নির্ধারণেই নয় পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায়ও ভূমিকা আছে। সমন্বিত উপকূলীয় ব্যবস্থাপনা (ICM) হচ্ছে সমুদ্র এবং ভূমির মধ্যবর্তী অঞ্চলের সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া, তবে সমন্বিত ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহ অভ্যন্তরীণ বৃহৎ জলাশয়সমূহের পানি ও ভূমির মধ্যবর্তী অঞ্চলের।

এই আচরণবিধি এবং নির্দেশাবলীতে মৎস্য সেক্টর বলতে মৎস্য আহরণ এবং মৎস্যচাষ উভয়কেই বুঝানো হয়েছে, যদি না একটি অথবা অন্য সেক্টরের কথা বিশেষভাবে উলেখ করা থাকে।

আচরণ বিধির ধারা ১০ এর অনুসরনেই, তথা এতদ্ সংশিষ্ট ব্যাখ্যা ও বিবেচনাবলী অনুসরণ করেই এই নির্দেশিকা প্রণয়ন ।

সূচিপত্র

পটভূমি		6
১.০	প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	8
২.০	নীতিগত পদক্ষেপসমূহ	15
৩.০	আঞ্চলিক সহযোগিতা	20
৪.০	বাস্তবায়ন	21
এনেক্স -১	পরিভাষার অভিধান শব্দকোষ	23

পটভূমি

১. প্রাচীনকাল থেকেই মাছ ধরা মানবজাতির জন্য খাদ্যের প্রধান উৎস হিসেবে স্বীকৃত এবং এ কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান ও আয়ের যোগান দিয়ে থাকে । কিন্তু মৎস্য সম্পদের গতিশীল উন্নয়ন ও জ্ঞান ভান্ডার সমৃদ্ধির সাথে সাথে এ উপলব্ধি এসেছে যে জলজ সম্পদ নবায়নযোগ্য হলেও এই সম্পদ একদিন শেষ হবে; তাই বিশ্বের বর্ধিত জনসংখ্যার পুষ্টি, অর্থনীতি এবং সামাজিক সমৃদ্ধিতে এর অবদান বহাল রাখতে এ সম্পদের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা দরকার ।

২. সামুদ্রিক সম্পদের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাপনার জন্য সমুদ্র আইনের উপর ১৯৮২ সালে জাতিসংঘের কনভেনশনে একটি নতুন কাঠামো তৈরী হয় । বিশ্বের সামুদ্রিক সম্পদের ৯০% সম্পদ একান্ত অর্থনৈতিক এলাকার (Exclusive Economic Zone) আওতায় থাকে এ আইনের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও অধিকার উপকূলীয় রাষ্ট্রসমূহকে দেয়া হয়েছে ।

৩. সাম্প্রতিক কালে খাদ্যের শিল্পের জন্য বিশ্বের মৎস্য সম্পদ একটি গতিময় উন্নয়নশীল খাত হিসাবে পরিলক্ষিত হয়েছে এবং এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে উপকূলীয় রাষ্ট্রসমূহ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের আর্ন্তজাতিক চাহিদা পূরণের নিমিত্তে আধুনিক নৌযান ও প্রক্রিয়াজাত কারখানায় বিনিয়োগ করার আপ্রাণ চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে । এটা অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, অনিয়ন্ত্রিত আহরণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে অনেক মৎস্য সম্পদ টিকে থাকতে পারবে না ।

৪. গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য সম্পদের অতি আহরণ, বাস্তসংস্থানের রূপান্তর, অর্থনৈতিক ক্ষতি এবং মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসার আন্তর্জাতিক বিরোধের ফলে মৎস্য সম্পদের দীর্ঘমেয়াদীয় স্থায়ীত্বশীলতা এবং খাদ্য হিসেবে অবদান হুমকির সম্মুখীন । এ কারণে ১৯৯১ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত এফএও এর মৎস্য বিষয়ক কমিটির (সিওএফআই - COFI) উনিশতম সভার সুপারিশমালায় বলা হয় যে মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার নতুন নীতিমালায় সংরক্ষণ ও পরিবেশসহ আর্থসামাজিক ও দিকসমূহ বিবেচনা করাও অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন । দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণের ধারণার উন্নয়ন ও বিস্তৃতিকরণ এবং তা প্রয়োগের জন্য একটি আচরণবিধি প্রণয়নের দায়িত্ব এফএও কে দেয়া হয়েছিল ।

৫. পরবর্তীতে, মেক্সিকো সরকার এফএও এর সহযোগিতায় ১৯৯২ সালের মে মাসে ক্যানকানে দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণের উপর একটি আর্ন্তজাতিক কনফারেন্স আয়োজন করেছিল । ঐ কনফারেন্সে ক্যানকান ঘোষণার সংযোজন ১৯৯২ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত ইউএনসিইডি (UNCED) এর রিও সম্মেলনের দৃষ্টি আর্কষণ করেছিল, যা দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণের আচরণবিধি তৈরিতে সমর্থন যুগিয়েছিল । ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত এফএও এর কারিগরি পরামর্শ সভায় দূরবর্তী সমুদ্রে মাছ ধরার (High sea fishing) ইস্যুটি নিয়ে একটি বিস্তারিত আচরণবিধি তৈরীর জন্য পুনরায় সুপারিশ করা হয় ।

৬. ১৯৯২ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত এফএও পরিষদের একশত দুইতম সভায় আচরণবিধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সুপারিশমালায় আচরণবিধি প্রণয়নে দূরবর্তী সমুদ্র (High sea) বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া হয় এবং আহরণের উপর গঠিত কমিটির ১৯৯৩ সালের অধিবেশনে আচরণবিধি সংক্রান্ত প্রস্তাবনাটি উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হয় ।

৭. ১৯৯৩ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত সিওএফআই এর বিশতম সভায় প্রস্তাবিত কাঠামো এবং বিস্তারিত নির্দেশাবলীসহ এ ধরণের একটি আচরণবিধির বিষয়বস্তু সাধারণভাবে পরীক্ষা করা হয় এবং আচরণবিধিটি পুনরায় বর্ধনের জন্য একটি সময়সীমা অনুমোদন করা হয়। এ সভা থেকে এফএও কে আরও অনুরোধ করা হয়েছিলো আচরণবিধির অংশ হিসাবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রস্তাবনাসমূহ তৈরীর জন্য যেন নৌযানসমূহের বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্থ করা যায় যা দূরবর্তী সমুদ্রের মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কৌশলকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। ১৯৯৩ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত এফএও কনফারেন্সের ২৭তম অধিবেশনে এটা অনুমোদিত হয়। এই অধিবেশনে দূরবর্তী সাগরে মৎস্য আহরণ নৌযান কর্তৃক আন্তর্জাতিক সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কৌশলসমূহ অনুসরণ করার প্রবণতা বৃদ্ধির জন্য এফএও কনফারেন্সের ১৫/৯৩ ছকপত্রের অনুকরণে একটি চুক্তি করা হয় যা আচরণবিধির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৮. বিধিটি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছিল যেন এ সম্পর্কিত আর্ন্তজাতিক আইন অনুসারে তার ব্যাখ্যা দেয়া যায় এবং তা প্রয়োগ করা যায়। ১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন বিষয়ক জাতিসংঘের চুক্তি তথা ১৯৮২ সালের ১০ ডিসেম্বরের সমুদ্র আইন সম্পর্কিত জাতিসংঘ চুক্তির প্রয়োগ বিষয়ক ধারা যা ১৯৯৫ সালের দুই বা ততোধিক দেশের মৎস্য মজুদ এবং উচ্চ অভিপ্রায়নশীল মৎস্য মজুদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত এবং অন্যান্যগুলির মধ্যে ১৯৯২ সালের ক্যানকান ঘোষণা, ১৯৯২ সালের পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক রিও ঘোষণা (বিশেষত ১৭ নং অধ্যায়ের ২১ নং এজেন্ডা) এই চুক্তিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

৯. আচরণবিধির উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং বেসরকারী সংস্থাসহ অন্যান্য আর্ন্তজাতিক সংস্থাসমূহের সাথে আলোচনা এবং তাদের সহযোগিতায় এফএও এই আচরনবিধি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করেছিল।

১০. পাঁচটি সূচনামূলক ধারা নিয়ে আচরণবিধিটি গঠিত। যেমনঃ প্রকৃতি এবং কার্যক্ষেত্র; উদ্দেশ্য; অন্যান্য আর্ন্তজাতিক বৈধ দলিলের সাথে সম্পর্ক; বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং হাল নাগাদকরণ চাহিদা; এবং উন্নয়শীল দেশগুলির বিশেষ প্রয়োজন। এই সূচনামূলক/ প্রারম্ভিক ধারাসমূহ একটি সাধারণ সূত্র ভিত্তিক ধারাকে অনুসরণ করে থাকে, যা ছয়টি বিষয় বর্ণনা করে। যেমনঃ মৎস্য ব্যবস্থাপনা, মৎস্য আহরণ, মৎস্য চাষ উন্নয়ন, উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনায় মৎস্য আহরণের সমন্বয়সাধন এবং মাছ আহরণ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসা এবং মৎস্য গবেষণা। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে নৌযানসমূহের দ্বারা দূরবর্তী সমুদ্রে আর্ন্তজাতিক সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা কৌশল বৃদ্ধির বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করে যে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছে তা এই আচরণবিধির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

১১. বিধিটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। তবে এর কিছু অংশ আর্ন্তজাতিক আইন সম্পর্কিত অন্যান্য নিয়মনীতির উপর নির্ভরশীল যা প্রকৃতপক্ষে ১৯৮২ সালের ১০ ডিসেম্বরের জাতিসংঘের সমুদ্র বিষয়ক আইনেরই প্রতিফলন। বিধিটিতে যে শর্তগুলো রয়েছে তা অন্যান্য বাধ্যতামূলক বৈধ দলিল (যেমনঃ দূরবর্তী সমুদ্রে নৌযানসমূহের দ্বারা সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা কৌশল বৃদ্ধির জন্য চুক্তি ১৯৯৩) দ্বারা দলগুলোর (Parties) মধ্যে আরোপ করা হতে পারে অথবা ইতিমধ্যেই আরোপ করা হয়েছে।

১২. ১৯৯৫ সালের ৩১ অক্টোবর আঠাশতম সভায় দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণের আচরণবিধি ৮/৯৫ নং স্মারকে অনুমোদন করা হয়। একই স্মারকে আগ্রহী সংস্থা এবং সদস্য দেশসমূহের সহযোগিতায় আচরণবিধি বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত কারিগরি নির্দেশনা তৈরীর জন্য এফএও কে অনুরোধ করা হয়।

১. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (অনুচ্ছেদ ১০.১)

"উপকূলীয় সম্প্রদায়ের প্রয়োজন এবং উপকূলীয় বাস্তুসংস্থানের দুর্বলতা (fragility) ও প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনায় রেখে রাষ্ট্রসমূহের উচিত উপকূলীয় সম্পদের টেকসই ও সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত নীতি, আইন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অনুমোদন করা ।" (অনুচ্ছেদ ১০.১.১)

১৩. বৃহৎ উপকূলীয় ক্ষেত্র ব্যবস্থাপনা বিবেচনায় রাষ্ট্রের জন্য প্রথম প্রয়োজন উপকূলীয় এলাকার সমন্বিত ব্যবস্থাপনার জন্য নীতি, আইন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা ।

১৪. ক্রমবর্ধমানভাবে, মৌলিক নীতি কাঠামোর আওতায় উপকূলীয় ক্ষেত্র ব্যবস্থাপনায় পরিবেশগত স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন আলোচনার একটি বিষয় । এই কাঠামো এমন কিছু নীতি প্রতিষ্ঠিত করে যা পরিবেশগতভাবে স্থায়ীত্বশীল হিসাবে বিবেচিত হবে; ব্যবস্থাপনা সমস্যার নিষ্পত্তির বিষয় এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়সহ স্থানীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থানগুলো বিবেচনা করা ।

১৫. উপকূলীয় এলাকার ব্যবস্থাপনায় মৌলিক সমস্যার একটি হচ্ছে সম্পদ বরাদ্দ । অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং উপকূলীয় এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য উপকূলীয় সম্পদ ক্রমবর্ধমানহারে কমছে । অন্যান্য সম্পদের মত অপ্রতুল,উপকূলীয় সম্পদের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ব্যবহারকারীর মাঝে পছন্দ করে নেয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা । উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা বলতে বোঝায় এমন একটি কাঠামো তৈরী করা যেন পছন্দ করে নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে প্রাপ্ত নীতিসমূহ বাস্তবায়ন করা যায় ।

১৬. কিন্তু উপকূল এলাকায় অসংখ্য বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যা পছন্দ করে নেয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করে । প্রথমতঃ এটা একটি গতিশীল পদ্ধতি যেখানে ভৌত, পরিবেশগত, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পদ্ধতি ক্রিয়াশীল; উপকূলীয় ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় এই গতিশীল পদ্ধতিগুলি বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন । দ্বিতীয়তঃ অসংখ্য উপকূলীয় সম্পদের জলীয় প্রকৃতির ফলে সম্পদগুলির বরাদ্দ প্রদান জটিল করে তোলে । তৃতীয়তঃ সম্পদের স্থানীয় এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন সংস্থার মাঝে নীতি সমন্বয় করার প্রক্রিয়াকে জটিল করে তোলে ।

১৭. যেখানে সম্ভব, বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন এবং/ অথবা সংরক্ষণের উপায়সমূহের মূল্য নির্ধারণ (মূল্য নির্ধারণের ইস্যুটি নিম্নে পুনরায় ১০.২.২ নং ধারায় বলা হয়েছে) নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি জোরালো ভিত্তি তৈরী করে ।

১৮. সমন্বিত উপকূলীয় ব্যবস্থাপনায় একটি পূর্ণাঙ্গ (holistic) নীতি প্রয়োজন । উপকূলীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনায়, যেখানে অপর্যাপ্ত মনে হবে সেখানে সংকীর্ণ সেক্টরাল নীতি বর্জন করতে হবে । উদাহরণস্বরুপ, সনাতনী মৎস্য ব্যবস্থাপনা কষ্টসাধ্য হতে পারে যদি অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না হয় । এমন অনেক অঞ্চল রয়েছে যেখানে নীতি তৈরীর জন্য একটি সমন্বিত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন ।

১৯. এই ধরণের নীতি গ্রহণে, একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দরকার যা জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাঝে উপযুক্ত বন্ধন তৈরীতে সহায়তা করে । এইরুপ কাঠামো তৈরীতে বিভিন্ন দেশগুলির দ্বারা গৃহীত বিস্তারিত বর্ণনা নীতি আছে । বিস্তারিত বর্ণনার প্রারম্ভে, একটি বিদ্যমান (existing) এজেন্সিকে কোন অতিরিক্ত দায়িত্ব বা ক্ষমতা না দিয়ে শুধু ক্রস সেক্টরাল উপকূলীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়া যেতে

পারে। যদিও এই নীতি ক্রস সেক্টরাল উপকূলীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভিক ফলাফল হতে পারে, কিন্তু তা দীর্ঘ সময়ের জন্য কার্যকরী নাও হতে পারে। অধিকন্তু, আরও বিস্তৃত পরিসরে, কিছু দেশ এমন নীতি গ্রহণ করেছে যার আওতায় বিভিন্ন সংস্থাগুলি উপকূলীয় ব্যবস্থাপনার সকল দায়িত্ব বহন করে, তবে তাদের পরিকল্পনা এবং কাজগুলি একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার মাধ্যমে সমন্বয় করা হয়; এইরুপ সংস্থার ক্ষমতা বা দায়িত্ব সময় সময় পরিবর্তিত হয়। চূড়ান্তভাবে, দেশগুলি একটি সত্যিকার সমন্বিত নীতি গহণ করতে পারে; যার আওতায় পরিকল্পনার অধিকাংশ দায়িত্ব এবং সম্পদ বরাদ্দ একটি সমন্বিত প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্পন্ন করা হবে; এইরুপ প্রতিষ্ঠানটি একটি বিদ্যমান (existing) সংস্থা যাকে অধিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে মধ্যবর্তী হয়ে কাজ করার জন্য অথবা বিকল্পরুপে, একটি নতুন প্রতিষ্ঠান।

২০. একটি কার্যকরী ব্যবস্থাপনা কাঠামো স্থাপনে, একটি প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন যেখানে বিভিন্ন এজেন্সিসমূহের ভূমিকা এবং দায়িত্বসমূহ বিশ্লেষণ করা উচিত এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে পুনরায় সংশোধন করা যেন একদিকে একই এলাকার উপর বিভিন্ন দেশের কর্তৃত্ব এবং বিতর্কিত বৈধ কর্তৃত্ব হ্রাস পায় এবং অন্যদিকে এমন না হয়, যেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমুহের জন্য কোন দায়িত্বশীল এজেন্সি নেই। সমন্বিত উপকূলীয় ব্যবস্থাপনার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিম্নলিখিতভাবে বিষয়গুলো নিশ্চিত করবেঃ প্রথমত, উপযুক্ত সেক্টরের দায়িত্বগুলি ব্যাখ্যা করা; দ্বিতীয়ত, উপযুক্ত সমন্বয়/ সমন্বিত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা এবং তৃতীয়ত, ঐ সংস্থাসমূহের সকল স্তরের লোকজনকে উপকূলীয় এলাকার পলিসি বা নীতি সম্পর্কে জ্ঞাত করানো যেন সঙ্গতিপূর্ণভাবে নীতির বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।

২১. একটি আইনী কাঠামো প্রয়োজন যা উপকূলীয় এলাকা ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে এবং তাদের দ্বারা গৃহীত কার্যক্রমকে বৈধতা প্রদান করে। বিদ্যমান আইনের অনুসরণ এবং তার দুর্বলতাসমূহের উপর ভিত্তি করেই যে কোন দেশে নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়। অধিকন্তু, দেশগুলোর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও একটি দেশের অভিজ্ঞতা অন্য আরেকটি দেশে সরাসরি স্থানান্তরের প্রয়োজন নেই।

"উপকূলীয় এলাকার বহুবিধ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যেন মৎস্য সেক্টরের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং মৎস্য সম্প্রদায়ের সাথে আলোচনার বিষয়টি এবং উপকূলীয় এলাকার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রমে বিষয়গুলো রাষ্ট্রসমূহকে নিশ্চিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১০.১.২) যেন অংশগ্রহণ করে।" (ধারা ১০.১.২)

২২. প্রায়ই, মৎস্য সেক্টর উপকূলীয় এলাকার অন্যান্য সেক্টরের সাথে জায়গার জন্য (মাটি এবং পানি উভয়ের জন্য), সরাসরি উৎপাদনশীল কার্যক্রম, যেমন– মৎস্য আহরণ এবং উপকূলীয় এলাকায় মৎস্য চাষের জন্য এবং উৎপাদিত পণ্য পরিচর্যা, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণের জন্য প্রতিযোগিতা করে। এরই ধারাবাহিকতায়, মৎস্য আহরণ এবং মৎস্য সেক্টরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই উপকূলীয় এলাকার উন্নয়ন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহন করতে হবে। এতদ্সম্পকীয়, উপকূলীয় পরিবেশের উপর মৎস্যসেক্টরের নির্ভরশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে, উপকূলীয় পরিবেশের পর্যবেক্ষক হিসাবে মৎস্যজীবী এবং মৎস্যচাষীদের (fishfarmers) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে; দূষণ বা অন্যান্য কারণে জলজ পরিবেশের যে পরিবর্তন সাধিত হয়- মৎস্যজীবী এবং উপকূলীয় এলাকার মৎস্যচাষীরাই (fishfarmers) সাধারণতঃ তা প্রথম অবলোকন করে থাকে।

২৩. অন্যান্য সেক্টরের কার্যক্রমের ফলে মৎস্যসেক্টরের উপর যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বক্স -১ এ দেয়া হলো ।

বক্স -১ঃ অন্যান্য সেক্টরের কার্যক্রমের ফলে মৎস্য সেক্টরের উপর কিছু প্রভাব

দূষণঃ ভূমিভিত্তিক উৎস হতে দূষণ হতে পারে । যেমনঃ শিল্প কারখানা অথবা কৃষির বর্জ্য নদীবাহিত হয়ে উপকূলীয় অঞ্চলে পতিত হয়, কীটনাশক এবং সার বৃষ্টির পানির মাধ্যমে নদী-নালায় পতিত হয়, অথবা সমুদ্রভিত্তিক দূষণের উদাহরণ হলো সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত বর্জ্য এবং জাহাজ হতে নিঃসরিত তেল (oil spills) । কিছু কিছু দূষণের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় কিন্তু বেশিরভাগ দূষণের ফলেই উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায় । অনেকসময়, দূষণ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায় । যেমনঃ খোলসযুক্ত প্রাণীতে (shellfish) বিষাক্ত বর্জ্য জমা হওয়ার মাধ্যমে । উৎপাদনশীলতা হ্রাস প্রতিকূলভাবে মৎস্য সেক্টরের আর্থিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলবে ।মৎস্য সেক্টরের নিজস্ব কার্যক্রমের ফলেও উপকূলীয় দূষণ সংঘটিত হতে পারে । যেমন- মাছ ধরার নৌযান থেকে তেল নিঃসরণের মাধ্যমে, মৎস্য প্রক্রিয়াজাত কারখানা থেকে নিষ্কাশিত বর্জ্যের মাধ্যমে এবং কখনও কখনও নিবিড় মৎস্য চাষের ফলে সমুদ্রতলায় এবং কখনও বা সমগ্র পানিতেই জৈব পদার্থ এবং পুষ্টি (nutrient) সমৃদ্ধির মাধ্যমে । কিন্তু সাধারণতঃ মৎস্যসেক্টর দূষণের কারণ হওয়ার চেয়ে বরং দূষণ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয় ।

জলজ প্রাণীর বাসস্থান হ্রাসঃ ইহা সরাসরি ঘটতে পারে, যেমনঃ বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য প্যারাবন উজাড়, প্রবাল খনি, অথবা পরোক্ষভাবে, যেমনঃ বন উজাড় বা সঠিক পদ্ধতিতে জমি ব্যবহারের অভাবে বৃষ্টির পানির সাথে মাটি ধুয়ে সামুদ্রিকঘাসের জমি (seasgrass bed) এবং শৈল বা শ্রেণীতে (reef) জমা হয় । দূষণের মত,জলজপ্রাণীর বাসস্থান হ্রাসের ফলেও মৎস্য সেক্টর আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হবে । মৎস্য সেক্টরের নিজস্ব কার্যক্রমও কোন কোন জলজপ্রাণীর বাসস্থান হ্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়ায় যেমনঃ বিস্ফোরক বা বিষাক্ত দ্রব্য ব্যবহারের মাধ্যমে মাছ ধরা এবং মৎস্য চাষের উন্নয়নের জন্য প্যারাবন উজাড় ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবহার । **স্থান বিবাদঃ** যেখানে উপকূলীয় মৎস্য আহরণ এবং মৎস্য চাষের অধিকারগুলি অনিরাপদ রয়েছে এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের (বিশেষতঃ শহরায়ন এবং পর্যটন উন্নয়ন) ফলে মৎস্য সেক্টর অধিকৃত এলাকার পরিমাণ ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে সেখানে স্থান নিয়ে বিবাদ হতে পারে ।

২৪. একটি প্রক্রিয়ায় মৎস্যসেক্টরের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়, তা হলো এক বা একাধিক কর্তৃপক্ষকে মনোনীত করা যার/ যাদের উপর মৎস্য আহরণ সম্পর্কিত সেক্টরাল এবং আন্তঃসেক্টরাল উভয় দায়িত্বই ন্যস্ত থাকবে; মৎস্যসেক্টরের প্রাতিষ্ঠানিক গঠন যত দৃঢ় হবে মৎস্যসেক্টরের স্বার্থগুলি (interests) তত কার্যকরিভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে ।

২৫. পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সেক্টর প্রকৃতি সংবেদনশীল হওয়ায় সমুদ্রতীরবর্তী বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে ভূমি ভিত্তিক কার্যক্রমের সাথে (যেমনঃ কৃষি সেক্টর) ভিন্নতর এবং পরস্পর বিরোধী স্বার্থ সৃষ্টি হতে পারে । অধিকন্তু, মৎস্য আহরণ এবং মৎস্য চাষ (কিছুটা কম পরিমাণে) সেক্টরে বিদ্যমান সমস্যার প্রকৃতি এবং কৃষি সেক্টরে বিদ্যমান সমস্যার প্রকৃতি এক নয় । বিশেষত, কৃষি সেক্টরের যে উৎপাদন নীতি- অধিক বিনিয়োগ, অধিক উৎপাদন- তা মৎস্য সেক্টরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় । সুতরাং, সহজবোধ্য একটি যুক্তি হলো যে কেন মৎস্য সেক্টর আলাদা একটি মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তরের অধীনস্ত হবে না যেখানে তারা বিতর্কিত সমস্যাগুলো উত্থাপন করতে পারবে ।

২৬. উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্য সেক্টরের গুরুত্ব অনুধাবন করে, উপকূলীয় ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় মৎস্যসেক্টরের মনোনীত কর্তৃপক্ষকে অর্ন্তভূক্ত করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরুপ,তাৎক্ষণিক পরিবেশগত প্রভাব নিরুপনের জন্য পুর্নমূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় মৎস্য কর্তৃপক্ষকে অর্ন্তভূক্ত করতে হবে যেখানে প্রকল্পগুলির উপকূলীয় জলাশয়সমূহের উপর একটা কার্যকরী প্রভাব আছে; উপকূলীয় অঞ্চলে কোন নির্মাণ কাঠামো তৈরীর অনুমতি প্রদানের সময় মৎস্য কর্তৃপক্ষকে অর্ন্তভূক্ত করতে হবে এবং তাদের পরামর্শ নিতে হবে; উপকূলীয় অঞ্চল সম্পর্কিত আইন এবং নীতিগুলির খসড়া তৈরীর সময় তাদের অর্ন্তভূক্ত করা উচিত; এবং স্থান সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রক্রিয়া যেখানে মৎস্য স্বার্থে আঘাত হানতে পারে সেখানেও তাদের অর্ন্তভূক্ত করা উচিত, যেমনঃ বন্দর উন্নয়ন; বিশেষত, সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় তাদের অর্ন্তভূক্ত করা উচিত।

২৭. অনেক ক্ষেত্রে, জাতীয় বা আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত কাঠামোর মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে উপকূলীয় মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সহজ হয়ে উঠতে পারে। অনেক দেশে মৎস্য কর্তৃপক্ষ আন্তঃ-এজেন্সিগুলির মধ্যে আলাপ আলোচনায় কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবে যদি মৎস্য ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় পর্যায়ে উপযুক্ত কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা নিশ্চিত করা যায়।

২৮. সাধারণতঃ উপকূলীয় ব্যবস্থাপনায়, মৎস্য কর্তৃপক্ষের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে প্রশাসনের সকল পর্যায়সমূহকে তথ্য প্রদান পূর্বক ভালভাবে জ্ঞাত করানো এবং উৎসাহিত করা যেন সাধারণ লক্ষ্যগুলি অর্জন করা যায়। ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ের সমূহের সমন্বয়ে গঠিত কর্তৃপক্ষকে এখানে ''মৎস্য কর্তৃপক্ষ'' বলা হয়েছে। বাস্ত তার নিরিখে প্রত্যেক পর্যায়ে কর্তৃপক্ষ তৈরি করতে হবে।

২৯. ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, মৎস্য কর্তৃপক্ষের উচিত মৎস্য সেক্টরের সকল সুফলভোগী সাথে কাজ করার পন্থা প্রতিষ্ঠিত করা যেন সেক্টরটি ক্রস সেক্টরাল প্রভাব বিবেচনায় রেখে আন্তঃ-এজেন্সি আলোচনা সমূহে পর্যাপ্তভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। সরকারীভাবে এখানে তাদেরকেই সুফলভোগী হিসাবে বিবেচনা করা হয় যাদের এ সেক্টরে স্বার্থ রয়েছে।

'' প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনের কাঠামো হিসাবে উপকূলীয় সম্পদের সম্ভাব্য ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এবং উপকূলীয় মৎস্য সম্প্রদায় মৎস্য সম্পর্কিত অধিকার এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের যোগ্য প্রথাগত ব্যবহারকে (practices) বিবেচনায় এনে রাষ্ট্রসমূহের উচিত তাদের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করা। (অনুচ্ছেদ ১০.১.৩)

৩০. উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান সমস্যাগুলির প্রধান কারণ হচ্ছে উপকূলীয় নবায়নযোগ্য সম্পদে জনসাধারণের স্বাধীন এবং উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার। মৎস্য সেক্টরে এই সমস্যা দীর্ঘদিন যাবৎ সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আসলেও এ সমস্যা উপকূলীয় অন্যান্য সম্পদকে বিশেষত পানি, স্থান এবং প্রাথমিক উৎপাদনশীলতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে।

৩১. এটা উল্লেখযোগ্য যে উপকূলীয় মৎস্য সম্পদ যেখানে স্বাধীন এবং জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত আছে সেখানে এটা শাসন প্রণালী যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একচেটিয়া ব্যবহারের অধিকারের নীতি দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে হবে। অনেক কারণ আছে যেগুলো বিবেচনা আনতে হবে, যা শুধু জনসাধারণের স্বাধীন এবং উন্মুক্ত প্রবেশাধিকারের ফলে সেক্টরের মধ্যে সৃষ্ট অদক্ষতার জন্য হয় না বরং উপকূলীয় অঞ্চলের অন্যান্য সেক্টরের মধ্যে আন্তঃক্রিয়ার ফলেও সৃষ্টি হতে পারে। যদি মৎস্য সেক্টর উন্মুক্ত রাখা হয় তবে অন্যান্য এজেন্সি

এবং সম্পদ ব্যবহারকারীগণকে মৎস্য সেক্টরের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তাদের কার্যক্রম সীমিত করতে রাজি করানো কষ্টসাধ্য হতে পারে যেহেতু বর্ধিত লাভ অর্থহীন হবে অনুরূপভাবে সম্পদের ভাড়াও বিপরীতভাবে, মৎস্য আহরণ সংরক্ষিত অধিকার নীতির দিকে ধাবিত হচ্ছে, তাই মৎস্যসম্পদ ব্যবহারকারীগণকে উপকূলীয় সম্পদ উন্নয়নের বিষয়টিকে মাথায় রেখে অধিকারের ভিত্তিতে মৎস্যসম্পদ আহরণ করতে হবে ।

৩২. উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্যসম্পদই কেবল মুক্তভাবে ব্যবহার্য সম্পদ নয় । প্রায়শই, প্যারাবন ও প্রবাল প্রাচীর এবং বর্জ্য ফেলার আধার হিসাবে উপকূলীয় সমুদ্র জনসাধারণের জন্য স্বাধীন ও উন্মুক্ত থাকে । ফলে, অন্যান্য উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবহারকারীগণের শুধু মৎস্য সেক্টর যেমন- আবাসস্থল ধ্বংস, জলজ দূষণের উপরই উল্লেখযোগ্যহারে নেতিবাচক ধারণা থাকতে পারে তা নয় উপরন্তু বাস্তুসংস্থানের অন্যান্য মূল্যবান কাজগুলোর ক্ষেত্রেও একই ধারণা থাকতে পারে ।

৩৩. সেক্টরের বিবাদের সাথে দুইটি বৃহৎ নীতি বিদ্যমান - নিয়ন্ত্রণমূলক (regulatory) নীতি এবং অর্থনৈতিক নীতি । উভয় বিষয়েরই একই উদ্দেশ্য থাকতে পারে । পার্থক্য হচ্ছে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তাদের দ্বারা অনুসরিত পদ্ধতির ভিন্নতা । নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিমালাসমূহ আইনগতভাবে কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ করে, আর অর্থনৈতিক নীতিতে সম্পদের সঠিক ব্যবহারে উৎসাহিত করার জন্য লভ্যাংশ বা ক্ষতির অংশ প্রদানের ব্যবস্থা থাকে । অর্থনৈতিক পদ্ধতির অসংখ্য উপকারিতা আছে, উল্লেখ্য যে এই নীতিতে বাজার কাঠামোর আওতায় দক্ষতার সাথে স্বল্প পরিমাণ সম্পদের বন্টন করা হয়ে থাকে । কিন্তু প্রায়শই তা প্রয়োগ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয় এবং বিভিন্ন অবস্থায় প্রায়ই নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন হয় এবং মাঝে মাঝে অর্থনৈতিক নীতির বৈধ দলিলের সাহায্য নিতে হয় । বক্স - ২ এ নিয়ন্ত্রণমূলক নীতি এবং অর্থনৈতিক নীতির সারসংক্ষেপ দেখানো হলো ।

৩৪. এমনকি একই দেশের মধ্যেও, সব জায়গায় জনসাধারণের উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার দূরীকরণে একই সমাধান কার্যকরী নয় । উৎকৃষ্ট সমাধান সর্বতোভাবে নির্ভর করে সামগ্রিক অবস্থার উপর - সম্পদের প্রকৃতি, প্রাতিষ্ঠানিক বন্দোবস্ত চলমান ও ঐতিহাসিক বিষয়সমূহ এবং উদ্দেশ্যসমূহ ইত্যাদি । তাছাড়া সময়ের সাথে সাথে উৎকৃষ্ট সমাধানের পরিবর্তন হতে পারে । এ কারণে সরকারকে উৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে পরিষ্কারভাবে জানতে হবে তারা কী অর্জন করতে চেষ্টা করছে এবং সম্ভাব্য সমাধানের ব্যাপকতা পরীক্ষা করতে হবে; কোন কোন ক্ষেত্রে নমনীয় থাকারও প্রয়োজন রয়েছে, যেন পরিবর্তিত অবস্থার সাথে তাল মেলানো যায় ।

৩৫. উন্মুক্ত প্রবেশাধিকারের ফলে সম্পদ ব্যবহারকারীগণ রাষ্ট্রের কাছ থেকে অধিকারসহ সম্পদ ব্যবহারের স্বীকৃতি অর্জন করতে অসমর্থ হয়েছে । ফলে, ঐতিহ্যগত এবং প্রথাগত পদ্ধতি অবলম্বনকারী মৎস্য আহরণকারী এবং মৎস্য চাষীগণ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে যখন অন্যান্য সম্পদ ব্যবহারকারীগণ আধিপত্য বিস্তার করেছে । বক্স -৩ এ একটা উদাহরণ দেখানো হলো । যেখানে আইনের শাসন প্রণালী স্বীকৃতি দিতে খুবই নমনীয় এবং অধিকার ও কর্তব্য স্থানীয় প্রথানুযায়ী সমন্বিত, সেখানে রাষ্ট্রসমূহের জন্য সম্পদ অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করা বাঞ্ছনীয় । যেখানে আইনের শাসন প্রণালী এই কৌশলের অনুমতি দেয় না, রাষ্ট্র সেখানে তাদের আইনগুলি সংশোধনের ইচ্ছা পোষণ করতে পারে । একই সময়ে, তাদের আইনে সংশোধনী আনার সময়, মৎস্য কর্তৃপক্ষের উচিত শর্তগুলো প্রতিষ্ঠা করা, যেন মৎস্য আহরণকারী এবং মৎস্যচাষীরা উপকূলীয় পরিবেশ দ্বারা আরোপিত পরিবেশগত সীমাবদ্ধকতাগুলো চিনতে ও বিবেচনা করতে পারে ।

বক্স - ২ঃ নিয়ন্ত্রণমূলক নীতি এবং অর্থনৈতিক নীতির দলিল

নিয়ন্ত্রণমূলক প্রক্রিয়ায় বাধা প্রদান এবং সীমাবদ্ধকরণের মাধ্যমে সম্পদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এগুলো হতে পারে, উদাহরণস্বরুপ, প্রক্রিয়া অথবা পণ্য নিয়ন্ত্রণ, নিষিদ্ধকরণ অথবা দূষণ কার্যক্রম সীমিতকরণ, এবং সীমাবদ্ধ উৎপাদনমূলক কার্যক্রম সীমিতকরণ যেমনঃ নির্দিষ্ট কিছু মৎস্য আহরণ সরঞ্জাম ব্যবহার, মাছ ধরার রীতি, অঞ্চল, সময়। এই সমস্ত আইনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো অবৈধ কার্যক্রমের জন্য শাস্তি প্রদান। প্রায়শই, একটি নিয়ন্ত্রণমূলক নীতির প্রধান সমস্যা হলো বাধ্যকরণ। অনেক দেশে জোরপূর্বকভাবে প্রয়োগ করা যায় এমন পদ্ধতির অনুপস্থিতিতে এমন আইন তৈরী করা হয় যা জোরপূর্বক প্রয়োগযোগ্য নয়। নিয়ন্ত্রণমূলক নীতির আরেকটি সমস্যা হলো বিভিন্ন ধরণের পরিস্থিতিতে তা প্রয়োগযোগ্য কি না তা নিশ্চিত করা। এই ধরণের সম্ভাব্য জটিলতা এড়ানোর উপায় হচ্ছে বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলের সাথে সমঝোতামূলক এবং সহজীকরণ প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিকভাবে আইন প্রণয়ন নিশ্চিত করা। অর্থনৈতিক নীতিতে বিভিন্ন দলিল ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন, অভিযোগসমূহ (ব্যবহারকারীগণের অভিযোগ, বর্জ্য সংক্রান্ত অভিযোগ), ভর্তুকি প্রদান, বাজার সৃষ্টি (ব্যবসা করার অনুমতি), সঞ্চয় প্রত্যাপন পদ্ধতি এবং অর্থনৈতিক বাধ্যকরণ প্রণোদন (সম্মতিহীন ফি কার্যসম্পাদন বন্ড)।

অর্থনৈতিক নীতির প্রধান সুবিধা হলো, যদি তা বাস্তবায়নযোগ্য হয়, তবে তা উপকূলীয় সম্পদ বন্টনের বিষয়টিকে একই কাঠামোর ভিতরে নিয়ে আসতে পারে, যে কাঠামো দ্বারা সাধারণতঃ অর্থনীতির ভিতরে সম্পদ বন্টন বিষয়ক সমস্যাগুলো সমাধান করা হয়। যদিও নীতিটি কেবল আংশিকভাবে বাস্তবায়নযোগ্য হয়, এটা প্রায়ই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির নমনীয়তা বৃদ্ধি করে,যেমনঃ যেসব আইন ব্যবহারকারীগনের জন্য ক্ষতিকর তা সংশোধন করার চেয়ে সহজতর। অর্থনৈতিক নীতির একটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা হলো ব্যবস্থাপনা খরচ পুষিয়ে নেযার জন্য তহবিল তৈরীতে এই নীতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৩৬. এইরুপ ব্যবস্থাদি পরিবেশ রক্ষায় সহায়তা করতে পারে এবং ঐতিহ্যগত ও প্রথাগত পদ্ধতি অবলম্বনকারী সম্পদ ব্যবহারকারীগণকে তাদের জীবন জীবিকার অংশ হিসাবে পরিবেশগত গুণাবলীর একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত ব্যবহারের অধিকার প্রদান করতে পারে।

৩৭. ঐতিহ্যগতভাবে বা প্রথানুযায়ী সম্পদ ব্যবহারকারীগণ মৌসুমী পরিবর্তনের সাথে সাথে কিছু ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে যা মাছের প্রাপ্যতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে অথবা অধিকাংশ কৃষি কার্যক্রমের সময় নির্ণয় করে, যেমন বীজ বপন এবং আহরণ। যে কোন একটি সম্পদের জন্য পরিকল্পনাবিদ দ্বারা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের ফলে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক গুরুত্ব অনুধাবনের কৌশল অবলম্বনে ব্যর্থ হয়।

বক্স -৩ঃ ঐতিহ্যগত ও প্রথাগত পদ্ধতি অবলম্বনকারী মৎস্য আহরণকারী এবং মৎস্যচাষীদের গ্রহণযোগ্য পরিবেশগত গুণাবলীর অধিকার

উপকূলীয় অঞ্চলের মাঝে পরিবেশগত দ্রব্যাদির জন্য যেখানে বাজার, যেমনঃ প্রবাল প্রাচীরের প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা বিদ্যমান না থাকায়, ঐ অঞ্চল ব্যবহারকারী মৎস্য আহরণকারীগণ তাদের ভবিষ্যৎ সুখ-সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অধিকার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের উৎপাদনশীলতার সংবেদনশীলতা অন্যান্য ব্যবহারকারীগণ (যেমনঃ পর্যটন শিল্প, প্রবাল শ্লেউৎস্য) দ্বারা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। অনেক দেশেই দীর্ঘদিন ধরে ক্ষুদ্র পরিসরে উপকূলীয় মৎস্যচাষ একটা ঐতিহ্যগতভাবে এবং সহনীয় পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়ে আসছে যা বাণিজ্যিক ভিত্তিক ব্যবহার দ্বারা স্থানান্তর করা যেতে পারে।

"সামুদ্রিক পরিবেশের অন্যান্য ব্যবহারকারীগণের সাথে বিভিন্ন মৎস্যসম্পদ ব্যবহারকারীগণের বিবাদ এড়ানোর স্বার্থে রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্যসম্পদ ব্যবহার পদ্ধতিকে সহজতর করা।" (অনুচ্ছেদ ১০.১.৪)

৩৮. একই জায়গাতে মাছ আহরণ করতে গিয়ে বিভিন্ন স্থানের মৎস্য শিকারীদের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন জাল ব্যবহারকারী মৎস্য আহরণকারীদের মাঝে, বাণিজ্যিক মৎস্যজীবী সৌখিন মৎস্যজীবীদের মধ্যে, সনাতনী ও প্রযুক্তি নির্ভর মৎস্যজীবীদের মাঝে, মৎস্য আহরণকারী ও মৎস্যচাষীদের মাঝে এবং এদের ও পর্যটন শিল্প পরিচালনাকারীদের মধ্যে বিবাদ দেখা দিতে পারে। আরএ সবই ঘটে স্থান ও সম্পদ আহরণের প্রতিযোগীতার কারণে, এবং আরও বিভিন্ন কারণেও এ সব ঘটতে পারে।

৩৯. মৎস্য সেক্টরে নিজেদের মাঝে বিবাদ নিরসনের জন্য এলাকা ভিত্তিতে স্পষ্টভাবে সম্পদ বরাদ্দ করা যেতে পারে (যেখানে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে সম্পদের অবস্থান থাকবে) অথবা গ্রুপগুলো মধ্যে বিবাদ হ্রাস করা (যখন একই সম্পদ একাধিক এলাকায় বিস্তৃত) যেমনঃ ট্রলিং জোন, পট অঞ্চল ইত্যাদি। বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ যেমন জালের সংখ্যা হ্রাসকরণ অথবা নির্দিষ্ট সময় দ্বারা, বা উৎপাদন নিয়ন্ত্রন দ্বারা, যেমনঃ অংশ নির্ধারণ ইত্যাদির দ্বারা এ কাজ করা যেতে পারে। কর্তৃপক্ষকে মৎস্য আহরণ এলাকা বা মৎস্যচাষ এর ভিত্তিতে মৎস্য শিকারী এবং মৎস্যচাষীদের কমিটি স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া উচিত, মৎস্য আহরণের অঞ্চল অথবা সমস্যাগুলি আলোচনা করা উচিত এবং সম্ভব হলে, মীমাংসা করা উচিত।

৪০. আন্তঃসেক্টরাল বিবাদের চেয়ে অন্তঃসেক্টরাল বিবাদ সাধারণভাবে মীমাংসা করা অধিকতর কঠিন, যদিও সমাধানের প্রকৃতি একই রকম হতে পারে। মৎস্য কর্তৃপক্ষের অন্যান্য সংস্থার সাথে সমঝোতার সময়ে মৎস্য সেক্টরের স্বার্থের দিকটি উপস্থাপন করা উচিত যেন তারা মৎস্য আহরণকারী এবং মৎস্যচাষীদের স্বার্থের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়। যখনই প্রয়োজন হবে, মৎস্য কর্তৃপক্ষ এবং মৎস্য আহরণকারীদের নিজস্ব স্বার্থ রক্ষায় আইনের আশ্রয়গ্রহণের সুযোগ থাকতে হবে।

৪১. মৎস্যসেক্টরের সাথে জড়িত আন্তঃসেক্টরাল পার্থক্য সমাধানের সময়, বিশেষত সময়ের সংমিশ্রণ এবং জায়গার সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রে, আঞ্চলিকতার প্রয়োগ একটি সাধারণ নীতি। অর্থনৈতিক পদক্ষেপগুলোর এক্ষেত্রে একটি ভূমিকা রয়েছে

"রাষ্ট্র সমূহের উচিত উপযুক্ত প্রশাসনিক পর্যায়ে মৎস্যসেক্টরের মধ্যে এবং তাদের ও অন্যান্য উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবহারকারীর মাঝে সৃষ্টি বিবাদ মীমাংসার জন্য কার্যপ্রণালী এবং কৌশলসমূহ স্থাপনে উৎসাহিত করা। (অনুচ্ছেদ ১০.১.৫)

৪২. সম্ভাব্য বিবাদ আগে থেকেই অনুমান করতে হবে এবং যখনই সম্ভব অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তা সমাধান করতে হবে। মৎস্য সেক্টরের উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পরিকল্পনাসমূহ শুধুমাত্র মৎস্য সেক্টরের অবস্থান বিবেচনায় এমনকি শুধুমাত্র একটি মজুদকে বিবেচনায় নিয়ে তৈরী করা হয়। অন্যান্য মৎস্যক্ষেত্র বা সেক্টরের সাথে কী পরিমাণ আন্তঃযোগাযোগ সংঘটিত হতে পারে তা মৎস্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে স্পষ্টভাবে বিবেচনা করতে হবে। যেখানে তাদের সত্যিকারের গুরুত্ব রয়েছে, পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় এমন আন্তঃযোগাযোগ ক্ষেত্রগুলো বিবেচনায় নেয়া উচিত এবং এ সমস্ত সম্ভাব্য বিবাদ মেটানোর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

৪৩. উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনায়, প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনগত কাজের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো বিবাদ মীমাংসার জন্য একটি কৌশল নিশ্চিত করা। যেহেতু উপকূলীয় সম্পদের পরিমাণ ক্রমবর্ধমানহারে কমছে, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে, সেক্টরগুলোর মধ্যে বর্ধিত চাহিদা কিভাবে মিটানো যায় তা একটি বিবেচনার বিষয়। এমনকি, যদিও মৎস্য কর্তৃপক্ষ পরিকল্পনা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে, তবুও বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে, তাই মীমাংসার জন্য একটি কৌশল গ্রহন করা প্রয়োজন।

৪৪. প্রয়োজন হবে যে, মৎস্য কর্তৃপক্ষ যেন কোন সমস্যা সনাক্তকরনে একটা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহন করে যা জলজ পরিবেশ এবং এর উৎসকে প্রভাবিত করে। এই কাজের জন্য একটা উপযুক্ত তদারকি পদ্ধতি প্রয়োজন। ইহা নিম্নে অনুচ্ছেদ ১০.২.৪ এ আবারও আলোচনা করা হয়েছে। যখনই মৎস্য কর্তৃপক্ষ মৎস্য আহরণকারী এবং মৎস্যচাষীদের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে, তখন তারা খুব সহজেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবতর্নগুলো সনাক্ত করতে সমর্থ হয়। যদিও এর জন্য কারা দায়ী তা সনাক্ত করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

২. নীতিগত পদক্ষেপসমূহ (অনুচ্ছেদ ১০.২)

" রাষ্ট্রসমূহের উচিত উপকূলীয় সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য গণসচেতনতা সৃষ্টি করা এবং যাদের দ্বারা সম্পদ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।" (অনুচ্ছেদ ১০.২.১)

৪৫. সিদ্ধান্ত নেয়ার সময়ে (যেমনঃ সম্পদের ব্যবহার বিষয়ক সিদ্ধান্তসমূহ) প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া এবং বৈধ কাঠামোর মাধ্যমে প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় জনগণের পর্যাপ্ত অবদান নিশ্চিত করা যেতে পারে ।আইন প্রণেতা এবং পরিকল্পনাবিদদেরখেয়াল রাখতে হবে, যে সমস্ত আইন বা বিধি তাদের নিকট অকার্যকর বলে প্রতীয়মান হয়, সে সমস্ত আইন দীর্ঘমেয়াদে সফলও হতে পারে।

৪৬. স্থানীয় পর্যায়ে জনসাধারণের অংশগ্রহণ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য যেখানে পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় সম্পদ ব্যবহারকারীগণ এবং অন্যান্য সুবিধাভোগীদের অর্ন্তভূক্তি মতৈক্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, ভুল সিদ্ধান্তের পরিমাণ কমায় এবং বিচ্ছিন্নতা হ্রাস করে। এ ধরণের কার্যক্রমে সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণ এবং সচেতনতা প্রয়োজন অবস্থার অথবা জাতীয় প্রেক্ষিতে তাদের সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন - রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সকল স্তরে, জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় সকল পর্যায়ে তাদের স্বার্থ যথাযথভাবে উপস্থাপন করার বিষয়টি নিশ্চিত করা। আদর্শ নীতির ভিতরে পরামর্শদাতা কমিটি, গবেষণা পত্রের ব্যবহার, আইন প্রণয়নের পূর্বে জনগণের সাথে আলোচনা, গণমাধ্যমের ব্যবহার এবং বেসরকারী সংস্থার কার্যকরী ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়গুলো আদর্শ নীতিরঅর্ন্তভূক্ত হবে।

৪৭. মৎস্য আহরণ কার্যক্রমের প্রকৃতি, বিশেষ করে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে যেখানে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দীর্ঘসময়অতিবাহিত করতে হয় এবং এর ফলে মৎস্যজীবীদের জন্য রাজনৈতিক কর্মকান্ডে কার্যকরীভাবে অংশগ্রহন কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্যান্য উপকূলীয় সম্পদ ব্যবহারকারী রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অধিকতর কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয় যা তুলনামূলকভাবে মৎস্যজীবীদের অসুবিধায় ফেলে দিতে পারে। রাষ্ট্রীয়ভাবে জেলেদের সংগঠন গঠনের উৎসাহের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা যায় । এইগুলি মৎস্যজীবীদের মতামতের প্রতিফলন ঘটাতে পারে এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় এই সংগঠনগুলো বৈধ আইনী কাঠামোর মাধ্যমে তাদের মতামত প্রদানের সুযোগ পাবে। সংগঠনগুলো আরও নিশ্চিত করবে যে

মৎস্যজীবীগণ উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি সম্পর্কে জ্ঞাত এবং তারা অংশগ্রহণ করতে সমর্থ অথবা কমপক্ষে তারা তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ পাবে ।

" উপকূলীয় সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করার জন্য রাষ্ট্রসমূহের উচিত সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিষয় বিবেচনায় নিয়ে তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ নিরুপনে উৎসাহিত করা । (অনুচ্ছেদ ১০.২.২)

৪৮. এই সম্পদ ব্যবহার করে না এমন জনগোষ্ঠী এবং ভবিষ্য বংশধরদের পাশাপাশি চলমান ব্যবহারকারীদের স্বার্থগুলো বিবেচনায় নিয়ে সম্পদের চলমান এবং সম্ভাব্য অর্থনৈতিক মূল্য, বিবেচনা করা উচিত । মোট অর্থনৈতিক মূল্য । সংশ্লিষ্ট পরিমাণকে বিবেচনা করা । কোন সম্পদ অথবা বাস্তুসংস্থানের ব্যবহার এবং বর্তমান মূল্যমান সনাক্তকরণ করে এরূপ মূল্যমান পাওয়া যেতে পারে । এইরুপ মূল্য ঠিক করার জন্য উপকূলীয় পরিবেশ থেকে আহরিত বিভিন্ন পণ্য এবং সেবার পরিমাণ পরিষ্কারভাবে নিরুপন করা । যেখানে পণ্যসমূহের বাজারজাত করার সুযোগ নেই সেখানে মূল্যমান কৌশল অব্যশই ব্যবহার করতে হবে, যেমনঃ সম্ভাব্য মূল্যমান এবং ভোগ সুবিধা মূল্যমান । সম্পদ মূল্যমান সম্পর্কিত কিছু বিষয়াদি বক্স - ৪ এ দেখানো হলো ।

বক্স - ৪: উপকূলীয় সম্পদের মূল্য নির্ধারণ

উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কিছু সাধারণ মানদন্ড বা আদর্শ খুঁজে বের করা, যেন বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পর তুলনা করা যায় । মূলতঃ ইহা সম্পদের মূল্য নির্ধারণের সাথে জড়িত যেন কোন প্রভাবকে যাচাই করা যায়, এবং পরবর্তীতে সর্বোত্তম ব্যবহার, বিশেষত কিছু টেকসই ব্যবহারের মূল্যায়ন করা যায় । যৌক্তিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো একটা সামঞ্জস্যপুর্ণ এবং উদ্দেশ্যমুলক নীতি গ্রহণ করা যেন কঠোর রায় প্রদান করা যায় ।

উপকূলীয় সম্পদের মূল্য নির্ধারনে অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে । প্রথমতঃ এরূপ সম্পদের অবমূল্যায়ন হতে পারে কারণ পূর্ণমাত্রায় যেসমস্ত পণ্যের যোগান এবং সেবা প্রদান করা হয় তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা নাও যেতে পারে । যেখানে কিছু পণ্য এবং সেবা বাজার পদ্ধতির বাইরে সরবরাহ করা হয় সেখানে সাধারণতঃ কম মুল্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে । উদাহরণস্বরুপ, প্যারাবনের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে মাছের বাসস্থান রক্ষায় অথবা ঝড় এবং সাইক্লোনের মোকাবেলায় প্যারাবনের ভূমিকা ।

পরিবেশের উপর প্যারাবনের ভূমিকা বিবেচনার চেয়ে বরং চিংড়ি চাষের পুকুর তৈরীর বিষয় বিবেচনা করে জায়গার মূল্য নির্ধারণ করা হয়, দ্বিতীয় অসুবিধা অন্যান্য সেক্টরের কার্যকলাপ দ্বারা হচ্ছে উপকূলীয় সম্পদের মূল্য ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে । এরুপ প্রভাবকে বাহ্যিক প্রভাবক বলা হয় । এগুলো ইতিবাচকভাবে ঘটতে পারে । উদাহরণস্বরূপ একটি পাওয়ার ষ্টেশন পরিষ্কার গরম পানি বিচ্ছুরিত করায় একটা অঞ্চলে শেলফিস উৎপাদনের উপর একটা ধনাত্বক প্রভাব ফেলতে পারে । কিন্তু, সাধারণতঃ প্রভাবটি নেতিবাচক । যেমন, দূষণ উপকূলীয় সম্পদের উৎপাদনশীলতা হ্রাস করতে পারে ।

যেসব উপাদানের ব্যবসা বাজারে চলমান থাকে শুধু সেসব উপাদান নয় । "সম্পদ ব্যবহারের সঠিক মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সকল উপাদানের মূল্য অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে, একটা সম্পদের বাজারে ব্যবসা হয় না তার অর্থ এই নয় যে ঐ সম্পদের মূল্য নেই (যেমনঃ মুক্ত বায়ু)

" উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যবস্থাপনার জন্য নীতি স্থাপনে, রাষ্ট্র সমূহের উচিত অনিশ্চিয়তা এবং ঝুঁকিসমূহ বিবেচনায় নেয়া ।"(অনুচ্ছেদ ১০.২.৩)

৪৯. মৎস্য সেক্টরে, ইহা উপযুক্ত যে মৎস্য কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য হুমকিসমূহ সনাক্ত করবে এবং মৎস্যসেক্টরের স্বার্থ রক্ষায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিশ্চয়তা প্রদান করবে । উত্তম পন্থা হলো ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আগেই সংরক্ষণমূলক কার্যক্রম দ্বারা মৎস্য সেক্টরকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা । যেখানে এমন ক্ষতির উদ্ভব হয় যেমনঃ দূষণজনিত দূর্ঘটনার ফলে, অথবা যেখানে একটি দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত সরকারী পর্যায়ে নেয়া হয় যার মূল্য মৎস্য সেক্টরকে অন্যকোন লাভ বা সুবিধা দিয়ে পুষিয়ে দেয়া হয় । পদ্ধতিটি পূর্ণবাসনের কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া উচিত এবং মৎস্য সেক্টরে সুবিধাভোগীদের জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকা উচিত ।

৫০. "ঝুঁকি" শব্দটি প্রায়ই ব্যবহার হয় যেখানে একটি কাজের সঠিক ফল অজানা কিন্তু জীবন-জীবিকার সম্ভাব্যতা নির্ণয়ে প্রচুর তথ্য বিদ্যমান আছে, এ অর্থে, ঝুঁকিগুলো সাধারণত বীমা দ্বারা পূরণ করা হয় ।

৫১. ''অনিশ্চয়তা'' শব্দটি মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয় একটি অবস্থা বর্ণনা করতে যেখানে সম্ভাব্য ফলাফলের মাত্রা গণনার জন্য অপর্যাপ্ত তথ্য রয়েছে, এ কারণে তা বীমাযোগ্য নয় । এমনকি অনিশ্চয়তার মাঝেও বিভিন্ন পর্যায় সনাক্ত করা যেতে পারে ।সত্যিকারের অনিশ্চিয়তা বহাল থাকতে পারে যেখানে কিছু কার্যকলাপ অনুসরণ করে সম্ভাব্য ফলাফলের মাত্রা সনাক্ত করা অসম্ভব ।

৫২. ইহা উল্লেখযোগ্য যে, অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও নীতিকে অকার্যকর করার চাইতে ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তাকে বিবেচনায় রাখতে হবে । বিভিন্ন ধরণের পূর্বসতর্কতামূলক নীতি (সংশ্লিষ্ট মৎস্য ব্যবস্থাপনা নির্দেশাবলী দ্রষ্টব্য) গ্রহণের মাধ্যমে তা সম্ভব হতে পারে । অনিশ্চয়তা এবং ঝুকি মোকাবেলায় রাষ্ট্রের জন্য একটা উপযুক্ত বৈধ আইনী কাঠামো প্রয়োজন ।

৫৩. অনেক ক্ষেত্রে, যদিও সম্ভাব্য ঝুঁকির সম্ভাবনা স্থির করা অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু অন্ততঃপক্ষে অবশ্যম্ভাবী ঝুঁকির মাত্রা জানা যেতে পারে । উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলিতে এবং এর সাদৃশ্যপূর্ণ জায়গায়, যেখানে ঝুঁকি বিদ্যমান থাকে, কিন্তু সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে সেখানে একটি ডিপোজিট রিফান্ড পদ্ধতি ব্যবহার করা প্রয়োজন, অথবা যে ক্ষতি হবে তা পুষিয়ে নেয়ার জন্য একটি ঋনপত্র ক্রয় করা প্রয়োজন যেন ঐ ক্ষতির মূল্যের সমমানের কিছু খুঁজে বের করা যায় ।

৫৪. এই ধরণের নীতি ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তাকে চিহ্নিত করতে পারে এবং যে কোন ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমনের জন্য উপযুক্ত পার্টিগুলোকে অর্থনৈতিক নীতির মাধ্যমে উপযুক্ত উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা নেয় । এর প্রধান সুবিধা হলো এই নীতি উজাড় করার চাইতে প্রতিরোধ করতে উৎসাহিত করে, স্থানীয় পরিবেশের সাথে খাপ খায় এমন প্রযুক্তিতে বিনিয়োগের উৎসাহ প্রদান করে ।

৫৫. এই সমস্যা উত্তরনের আরেকটি পথ হচ্ছে উপকারিতা বিবেচনায় রাখা যাহা একটা উন্নয়ন কার্যক্রম দ্বারা নষ্ট হয়ে যেতে পারে । যেমন, একটা কার্যক্রম উপস্থাপন করা হলো যার ফলে প্যারাবন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । এই কার্যক্রম গ্রহণ না করার ফলে যে ক্ষতি হবে তা একটা নির্দেশনা দেয় যে, প্যারাবনের চলমান ব্যবহার কীভাবে প্রস্তাবিত কার্যক্রমের ক্ষতি পুষিয়ে দেয় । অনেক ক্ষেত্রে, এটা দেখানো হবে যে এইরূপ কার্যক্রমের মূল্য অনেক কম, ধ্বংসাত্বক উন্নয়নের বিপরীতে সমর্থন যোগানোর জন্য । কিন্তু যদি

অপর্যাপ্ত প্রমানের ভিত্তিতে ইহা বিচার করা হয় তখন প্যারাবনের মোট অর্থনৈতিক মূল্য- ব্যবহারের যোগফল, অপশন এবং বর্তমান মূল্যের ভিত্তিতে গণনা করা লাগতে পারে ।

৫৬. এই ধরণের কার্যক্রমের অনুপস্থিতিতে, পরিবেশগত ব্যবহারের পূর্ণ মূল্য সম্ভবত অব্যাহত থাকবে যা উৎপাদন খরচের বাহিরে থাকে এবং এ কার্যক্রমের ফলে যারা স্বল্প মেয়াদে লাভবান হয় তাদেরকে সহায়তার বিষয়টি তুলে ধরে । এই কার্যক্রমের ফলে পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয় ।

৫৭. যদি একটা কার্যক্রমের ফল সম্পূর্ণভাবে অনিশ্চিত হয় এ অর্থ যে সম্ভাব্য ফল অজানা, কার্যক্রম এড়ানোর গাইডিং রুল যার অখন্ডনীয় প্রভাব থাকতে পারে যেহেতু প্রচ্ছন্ন মূল্য অগণ্য ।

"রাষ্ট্রসমূহের তাদের ক্ষমতা অনুসারে ভৌত, রাসায়নিক, জৈবিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্যারামিটার ব্যবহার করে উপকূলীয় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির অংশ হিসাবে উপকূলীয় পরিবেশ তদারকী করার জন্য পদ্ধতি স্থাপনে উৎসাহিত করা অথবা স্থাপন করা উচিত ।(অনুচ্ছেদ ১০.২.৪)

৫৮. ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত সমূহে ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা অন্তভূক্ত থাকায়, রাষ্ট্রসমূহ উপকূলীয় পরিবেশের জন্য তদারকি পদ্ধতি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করবে । যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সকল উৎসগুলি হতে পরিবেশ ধ্বংসের লক্ষণ চিহ্নিত করা উচিত; নীতি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত প্রতিরোধ, ধ্বংস নয় ।

৫৯. বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রভাব চিহ্নিত করার জন্য তদারকী প্রয়োজন । মৎস্য সেক্টরের স্বার্থে, মৎস্য কর্তৃপক্ষ তদারকী কাজে অর্ন্তভূক্ত থাকা উচিত "যেমন আবাসস্থল এবং পানির গুণাগুণ । এইরুপ তদারকীতে প্রথমে উপযুক্ত নির্দেশাবলী সনাক্তকরণ প্রয়োজন; দ্বিতীয়তঃ তদারকী পদ্ধতির মাধ্যমে কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো স্থাপন এবং তৃতীয়তঃ কোন দিকে যাচ্ছে ব্যাখ্যা করার বিশ্লেষণমূলক ক্ষমতা উদাহরণস্বরুপ, পরিবেশগত প্রভাব এবং মানবসৃষ্ট পরিবর্তনের মাঝে পার্থক্যকরণ ।

৬০. সত্যিকারের তদারকি পদ্ধতি নেয়ার জন্য মৎস্য কর্তৃপক্ষের জন্য ইহা নাও প্রয়োজন হতে পারে, যদিও তাদের একটা শক্ত অবস্থান থাকবে যদিও তারা এই কাজগুলি করে থাকে । যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলো পছন্দ হয় কিন্তু রাষ্ট্রসমূহের উপকূলীয় পরিবেশ তদারকিতে অবশ্যই ক্ষমতা থাকতে হবে এবং মৎস্য কর্তৃপক্ষের প্রবেশাধিকার অবশ্যই থাকতে হবে যাতে তাদেরকে মৎস্য সেক্টরে তথা মৎস্য/মৎস্যচাষ সেক্টরের প্রভাব সনাক্ত করতে সক্ষম করে ।

৬১. তদারকির জন্য কিছু প্যারামিটার যেখানে মৎস্য কর্তৃপক্ষের বিশেষ স্বার্থ রয়েছে তা বক্স- ৫ এ দেখানো হলো ।

৬২. কার্যকরী তদারকির জন্য, উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন । তদারকি কার্যক্রম বিশেষ করে মৎস্য সম্পদের জন্য আইনী কাঠামোর এইরুপ ক্ষমতা থাকা দরকার । জাতীয় পর্যায়ে (সরকারী, বেসরকারী, বিশ্ববিদ্যালয়), সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাস্তবায়নযোগ্য ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন । প্রয়োজনীয় হাতিয়ারের ব্যবহার ও উন্নয়ণের ক্ষমতা থাক প্রয়োজন যেমন ঃ পরিবেশগত নিরুপন প্রভাব, ক্রস-সেক্টরাল নীতি বিশ্লেষণ, পরিবেশগত অর্থনৈতিক কৌশল, স্থলভাগের দৃশ্য/সমুদ্রভাগের দৃশ্য বিশ্লেষণ, পরিবেশগত ধারণাশক্তি নিরুপণ, ভৌগলিক তথ্য পদ্ধতি (জিআইএস) ইত্যাদি । এগুলো উন্নয়নে

সহায়ক গবেষণা এবং একই দেশের ও বিভিন্ন দেশের গবেষকবৃন্দের মাঝে পারস্পারিক মত বিনিময় হওয়া যেমন (উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে অথবা আঞ্চলিক পর্যায়ে) ।

বক্স ৫ঃ উপকূলীয় ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় সম্পদ সমন্বয় মৎস্য সম্পর্কিত প্যারামিটার ।

ঐ সব নির্দেশাবলী চিহ্নিত করার প্রয়োজন যা অবশ্যই তদারকি করতে হবে । মাত্রা নির্ভর করবে নির্দিষ্ট অবস্থার উপর (সমস্যার প্রকৃতি, বাজেট প্রাপ্যতা) কিন্তু নিম্নোক্তগুলো সাধ্যানুসারে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে ।
ভৌ প্যারামিটার ঃ যেমন ভূমি ব্যবহারের মানচিত্র, পুনরুদ্ধার এলাকা এবং নর্দমা, সমুদ্র সৈকতের পরিবর্তন, অব্যহৃত জমি । উন্নয়নকৃত জমির অনুপাত ।
জৈবিক ও রাসায়নিক প্যারামিটার ঃ যেমন পানির স্বচ্ছতা এবং সমুদ্রতলের অখন্ডতা, সামুদ্রিক উদ্ভিদ এবং সমুদ্রতলের ঘাস, জীববৈচিত্র্যর নির্দেশকসমূহ জলজ উৎপাদনের স্থায়ী জৈব দূষণ, রেড টাইড সংঘটন, আবাসস্থল সংরক্ষণের মাত্র ।
অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্যারামিটার ঃ যেমন, জনসংখ্যার ঘনত্ব, কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব, আয়, মূল পেশায় প্রবেশ ও ত্যাগে বাধাসমূহ, সম্পদ বরাদ্দের পদ্ধতি, সামাজিক বিরোধ, আঞ্চলিক জিডিপি, বিভিন্ন সেক্টরে সহায়তার পর্যায় ।

"রাষ্ট্রসমূহের উচিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনায় সহায়তার জন্য মাল্টিডিসিপ্লিনারী গবেষণায় বিশেষকরে পরিবেশগত, জৈবিক,অর্থনৈতিক, সামাজিক, আইন এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে উৎসাহিত করা । (অনুচ্ছেদ ১০.২.৫)

৬৩. উপকূলীয় ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার কারণে ।পরিবেশগত এবং অর্থনৈতিক পদ্ধতির মধ্যে গবেষণার আদান-প্রদান উৎসাহিত করা উচিত ।

৬৪. গবেষণা চাহিদাকে প্রাধান্য দেয়া প্রয়োজন হবে । এ ক্ষেত্রে, মৎস্য কর্তৃপক্ষকে সরাসরি ক্রস-সেক্টরাল ইস্যুগুলো এবং মৎস্য সেক্টর সম্পর্কিত অর্থনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ইস্যুর দিকে মনোযোগ দেয়া উচিত, তাছাড়া ঐতিহ্যগত সেক্টরাল গবেষণা বিষয় যা সাধারণত মৎস্য মজুদ নিরুপন এবং জীববিদ্যার উপর প্রাধান্য দেয় সেদিকে মনোযোগ দেয়া উচিত । বক্স -৬ এ কিছু সম্ভাব্য বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করা হলো ।

৬৫. মৎস্য কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত নয় যে এরুপ সকল গবেষণা বিজ্ঞানীদের দ্বারা সম্পাদিত হয় । গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো উপকূলীয় ব্যবস্থা পরিকল্পনায় উপযুক্ত মৎস্যনীতি সমন্বয় করার সময় প্রধান ইসুগুলো উল্লেখ করার ক্ষেত্রে মৎস্যনীতি নির্ধারক ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে সহজ যোগাযোগ বৃদ্ধিতে মৎস্য কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন । গবেষণা অগ্রাধিকার স্থাপনে, মৎস্য কর্তৃপক্ষকে খেয়াল রাখতে হবে যেন অগ্রাধিকার প্রাপ্ত গবেষণার সাথে প্রাপ্ত অর্থের সামঞ্জস্য থাকে এবং আরও নিশ্চিত করা যে অর্থ সরাসরি চিহ্নিত অগ্রাধিকার প্রাপ্ত গবেষণার কাজে ব্যয়িত হয় । তাছাড়া মৎস্য কর্তৃপক্ষ সকল সংশ্লিষ্ট গবেষণার জন্য সরাসরি দায়িত্বে নাও থাকতে পারে, তাদের এ সর্ম্পকিত একটি নীতি তৈরী করা উচিত যে, তাদের বিজ্ঞানীগণ এইরুপ গবেষণা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল/সজাগ ।

৬৬. আশাপ্রদ যে, জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক উভয় পর্যায়েই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের গবেষকদের সহায়তা করার জন্য গবেষণায় নিয়োজিত বিজ্ঞানীদেরকে উৎসাহিত করবে ।

বক্স -৬ উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনায় মৎস্য সম্পদের সমন্বয়ের লক্ষ্যে সাধন মৎস্য কর্তৃপক্ষের জন্য মৎস্য আহরণ সম্পর্কিত সম্ভাব্য গবেষণা বিষয়াদি

পরিবেশের ভূমিকাঃ বিভিন্ন ধরণের উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবহারকারী, মৎস্যজীবীদের উপর প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব বিবেচনার জন্য এর প্রয়োজন রয়েছে; এবং সামগ্রিক ধারণ ক্ষমতা (carrying capacity) যাচাই ও প্রভাবের উল্টো প্রভাব ইত্যাদিও এর অর্ন্তভূক্ত ।

সম্পদের গতিশীলতাঃ সম্পদের প্রাকৃতিক বৈচিত্র এবং মানুষের উপর প্রভাবের পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য গবেষণা প্রয়োজন, এবং ব্যবস্থাপনার কার্যপ্রণালী এবং/ অথবা আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে যে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়ে তা এর অর্ন্তগত ।

প্রায়োগিক গবেষণাঃ উদাহরণস্বরুপ, সেক্টরাল গতিবিধি বিষয়ক পর্যবেক্ষণ, উপযুক্ত পরিবেশগত বিপত্তি নিরুপন এবং ভবিষ্যবাণী পদ্ধতির উপায় ভিত্তি করে সহজলভ্য এবং সাধারন পারিপার্শ্বিক তদারকি ব্যবস্থার উন্নয়ন ।

আর্থসামাজিকঃ উপকূলীয় অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত ফ্যাক্টরসমূহ শনাক্ত করা ।

অর্থনীতিঃ মূল্য নির্ধারণ কৌশলের প্রয়োগ, অর্থনৈতিক উৎসাহ প্রদাণ পদ্ধতির নকশা এবং প্রভাব ।

প্রাতিষ্ঠানিক ইস্যুঃ উদাহরণস্বরুপ, বাজার দর নির্ধারণে আইন এবং সম্পত্তির অধিকার কাঠামো প্রয়োজন; স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় জনগন কর্তৃক সাংগঠনিক ব্যবস্থা এবং বৃহৎ অঞ্চলসমূহের সহ-ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ।

৩. আঞ্চলিক সহযোগিতা (অনুচ্ছেদ ১০.৩)

উপকূলীয় সম্পদের স্থায়ীশীল ব্যবহার এবং পরিবেশ সংরক্ষণে "রাষ্ট্রসমূহের প্রতিবেশী উপকূলীয় অঞ্চলের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা করা উচিত (অনুচ্ছেদ ১০.৩.১)"

"কার্যক্রমের ক্ষেত্রে উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে দুই বা ততোধিক অঞ্চলে ক্ষতিকর পরিবেশগত প্রভাব হতে পারে । রাষ্ট্রসমূহের উচিতঃ

ক) সঠিক সময়ে তথ্য সরবরাহ করা এবং যদি সম্ভব হয়, সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্থ রাষ্ট্রসমূহের প্রতি পূর্বেই প্রজ্ঞাপন জারি করা

খ) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাষ্ট্রসমূহের সাথে পরামর্শ করা । (অনুচ্ছেদ ১০.৩.২)

"রাষ্ট্রসমূহের উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য উপ-আঞ্চলিক এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে সহযোগিতা করা উচিত (অনুচ্ছেদ ১০.৩.৩)

৬৭. কিছু মাছের মজুদ দুই বা ততোধিক দেশের সমুদ্র অঞ্চলে বিচরন করে অথবা তাদের জীবন চক্রের একটা সময় একাধিক অঞ্চলে অতিবাহিত করে । এইরুপ ক্ষেত্রে, একটি রাষ্ট্রের উপকূলীয় অঞ্চলে উন্নয়নগুলি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মাছের মজুদ উপর প্রভাব রাখতে পারে ।

৬৮. পরিবেশগত প্রভাব উদাহরণস্বরুপ, দূষণ উপকূলীয় ক্ষয় একদেশ হতে অন্যদেশে সমুদ্র স্রোতের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হতে পারে। সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্থ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহের সাথে পরামর্শ প্রস্তাবিত পরিবেশগত পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণে সাহায্য করবে।

৬৯. মৎস্যসহ অনেক উপকূলীয় সম্পদের একটা সুদৃঢ় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যেখানে উপযুক্ত, রাষ্ট্রসমূহের উচিত গবেষণা প্রোগ্রামগুলো উপ-আঞ্চলিক অথবা আঞ্চলিক পর্যায়ে দায়িত্বশীল উন্নয়ন এবং উপকূলীয় সম্পদের ব্যবস্থাপনা সহযোগে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং কারিগরি সহায়তা আদান-প্রদানের জন্য বর্ধিতকরণ কৌশল এবং প্রতিরোধ সহযোগিতা করা।

৭০. সহযোগিতার অন্য একটি ক্ষেত্র হলো তথ্যের আদান-প্রদান। যেখানে উপযুক্ত, রাষ্ট্রসমূহের একটা সঠিক এবং উপযুক্ত সময়ে ধারনকৃত তথ্য সরবরাহ করা উচিত, এইরুপ তথ্য নিজেদেরই সম্পর্কিত বা সংশ্লিষ্ট (সম্পদের জৈবিক বৈশিষ্ট্য, মাছের প্রজাতি দ্বারা উৎপাদন, অর্থনৈতিক তথ্য) এবং উপকূলীয় এলাকার উন্নয়নের ফলে মাছের মজুদের উপর প্রভাব, যেমনঃ আবাসস্থল এবং দূষণের প্রভাব।

৪. বাস্তবায়ন (অনুচ্ছেদ ১০.৪)

"রাষ্ট্রসমূহের উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন, পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট এজেন্সিসমূহের মাঝে সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের জন্য কৌশলসমূহ প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। (ধারা ১০.৪.১)

৭১. সেক্টর কর্তৃক বহিঃসম্পদ সৃষ্টি ও অন্যান্য সেক্টর অতিক্রম করার ফলে অথবা অন্যান্য সেক্টরে সৃষ্টি হয় এবং ইহার উপর প্রভাবিত করার ফলে কনভেনশনাল সেক্টর পরিকল্পনায় সাধারণতঃ কম গুরুত্ব দেয়া হতে পারে। উন্নত পরিকল্পনার ফলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এবং সেক্টরাল প্রভাবসমূহ সনাক্তকরণ ও নিরুপন এবং ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপের প্রভাব নিরুপন করা সম্ভব হবে। এইরুপ নীতি বিশ্লেষণ সংশ্লিষ্ট মৎস্য সেক্টরে কার্যকরীভাবে উপস্থাপনের জন্য একটা উল্লেখযোগ্য ভিত্তি, প্রথমত অঞ্চল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়নে এবং দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়, উন্নয়ন প্রস্তাবে সম্পৃক্ত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সন্তোষজনক আলোচনার জন্য।

৭২. ক্রস সেক্টরাল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কৌশল সমূহ প্রণয়নের জন্য উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনাসমূহের এবং প্রস্তাবিত কার্যক্রমসমূহ এবং সেক্টরাল ভিত্তিক বিবাদ মীমাংসা জন্য একটি ফোরাম প্রয়োজন।

"রাষ্ট্রসমূহকে নিশ্চিত করতে হবে যে উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় মৎস্য সেক্টরের প্রতিনিধিত্বকারী কর্তৃপক্ষ বা কর্তৃপক্ষদের উপযুক্ত কারিগরী দক্ষতা এবং অর্থনৈতিক সচ্ছলতা রয়েছে।"(অনুচ্ছেদ ১০.৪.২)

৭৩. উপকূলীয় ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় সমন্বিত মৎস্য আহরণ নিশ্চিত করার জন্য মৎস্য কর্তৃপক্ষের গঠন এবং ক্ষমতা নিশ্চিত করতে হবে, কার্যসমূহ সহনশীলতা, মনোযোগী হতে হবে যে কর্তৃপক্ষের ব্যাপক পরিকল্পনার জন্য বিশেষত এবং প্রশিক্ষিত জনবল আছে এবং যে কোন প্রধান পদই উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষিত করতে হবে যেন আন্তঃসেক্টরাল প্রোগ্রাম এবং নীতি সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত করা যায়।
উপকূলীয় ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাায় মৎস্য (ফিসারিজ) কে যথাযথভাবে সমন্বিতকরণ নিশ্চিত করার নিমিত্ত মৎস্য কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী গঠন এবং ক্ষমতা উন্নয়নে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে ব্যাপক পরিকল্পনা

গ্রহণে কর্তৃপক্ষের অধীন প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ পেশাজীবী থাকে যাতে যথাযথ এবং যাতে যথাযথ পরিচালনায় আন্তঃ সেক্টরাল কর্মসূচী ও নীতি সমূহের মাঝে সমন্বয় করার জন্য উপযুক্ত দল সৃষ্টি হতে পারে ।

৭৪. বিভিন্ন দেশে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার সাথে সেক্টরের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, ইহা নির্দিষ্টভাবে মৎস্য আহরণ সেক্টর সংশ্লিষ্ট হতে হবে । মৎস্য কর্তৃপক্ষের জন্য নীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্লেষণে এবং সেক্টরাল পরিকল্পনার সকল ক্ষেত্রে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ লোকের অভাব একটি সাধারণ বিষয় ।
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সেক্টরে প্রতিষ্ঠানিক ক্ষমতার বিষয়ে যেমন সাধারণ উদ্যেগ রয়েছে মৎস্যের ক্ষেত্রেও তেমনি রয়েছে । নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্লেষণ এবং সেক্টর পরিকল্পনার সকল বিষয়ে দক্ষতাও অভিজ্ঞতার প্রভাব মৎস্য কর্তৃপক্ষের থাকা অস্বাভাবিক নয় ।

৭৫. উপকূলীয় ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় মৎস্য সেক্টরের কার্যক্রম এবং স্বার্থের অন্তর্ভূক্ত মৎস্য কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করতে হবে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কল্যাণে সেক্টর সর্বোচ্চ অবদান রাখতে সমর্থ হয় । চারটি প্রধান ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করতে হবে এইগুলের নিম্নরুপঃ

- জৈব-ভৌত এবং সামাজিক এবং অর্থনৈতিক তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষন ও নীতি বিশ্লেষণে ইহার ব্যবহার নীতি বিশ্লেষণে দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা
- স্থানীয়, জাতীয়, উপ-আঞ্চলিক এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার ইস্যু এবং ক্রস-সেক্টরাল প্রভাব সমূহ পর্যালোচনার জন্য সাংগঠনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা
- সেক্টরাল পরিকল্পনায় দক্ষ এবং অভিজ্ঞতা এবং
- কার্যকরীকরণ ক্ষমতা

৭৬. তাছাড়া, যেখানে মৎস্য কর্তৃপক্ষসমূহের, আইন কর্মী নিয়োগের সুযোগ থাকবে না, তখন এই কর্তৃপক্ষের কর্মীদের সেক্টর ও এর সংশ্লিষ্ট সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হবে যাতে নতুন আইনের খসড়া এবং পরিবেশগত প্রণীত আইনসমূহ সংশোধনে একটা সক্রিয় ভূমিকা রাখা যায় ।

পরিভাষার অভিধান

আনুসঙ্গিক মূল্য নির্ধারণ	অবাণিজ্যিক পরিবেশগত দ্রব্যাদি অথবা সেবার আর্থিক মূল্যমান প্রতিষ্ঠার জন্য কৌশল,যেমনঃ তাৎক্ষনিকভাবে উত্তরদাতাগণকে জিজ্ঞাসা করে জানা যায় যে, তারা মোট কত পরিশোধ করতে পারবে। পদ্ধতিটি সফল বলে দাবী করা হলেও সাম্প্রতিক পূনমূল্যায়নের মাধ্যমে সুপারিশ করা হয় যে এটা সাবধানতা এবং বাস্তব সম্মত ব্যবহার করা উচিত।
ডিপোজিট রিফান্ড সিস্টেম	একটি পদ্ধতি যেখানে পণ্যের দামের উপর গবেষণার উপর ভিত্তি করে সার চার্জ আরোপ করা হয় যা সম্পদ হ্রাস বা দূষণের ফলে ফেরতযোগ্য, যদি পণ্যটি পুনরায় চক্রায়মান রিসাইক্লিং করা হয়।
আমোদ মূল্য	অবাণিজ্যিক পরিবেশগত দ্রব্যাদির মূল্য নির্ধারণ কৌশল যা পরিসংখ্যান বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিবেশগত মূল্যমান পৃথক করে যার ফলে পণ্যের দামের পার্থক্য, বিশেষত বাস্তবিক দামের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সম্পদের মূল্য নির্ধারণে কৌশলটি সীমিতভাবে প্রয়োগ করা হয়, যেমনঃ মৎস্য সেক্টরে, কিন্তু অন্যান্য উপকূলীয় সম্পদের মূল্য নির্ধারণে কৌশলটির ভাল গ্রহণযোগ্যতা আছে।ঃ
নন-কমপ্লায়েন্স ফিস	
সম্মতি ছাড়া বেতন	পরিবেশগত প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্য বিধান না করার কারণে পরিবেশ ধ্বংসের ফলে সমাজের যে ক্ষতি হয় তা পুষিয়ে নেয়ার জন্য অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করা।
সম্পাদন ঋণপত্র	ডিপোজিট রিফান্ড সিস্টেমর সাদৃশ্যপূর্ণ যেখানে ঋণপত্র সম্ভাব্য পরিবেশগত ক্ষতি পূরণের জামিনদার হিসাবে আনুমানিক সামাজিক মূল্যের সমতুল্য হিসাবে বিবেচিত হয় যেন পরিবেশগত

প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব হয় এবং যদি পূরণ করা সম্ভব না হয় তবে যেন ক্ষতিপূরণ দেয়া যায় ।

ট্রেডেবল পারমিট

মুক্ত অথবা নিয়ন্ত্রন "অনুমতি" বাজার মাধ্যমে শোষিত সম্পদ বা দূষণ বিনিময় করতে পারে যেখানে যে কোন পদ্ধতির অধিকার দেয়া হয় । উদাহরণ দেয়া যায় ব্যক্তিগত হস্তান্তর কোটা । একটি পদ্ধতি যেখানে ফি বা নিয়ন্ত্রণ পারমিট মার্কেট এর মাধ্যমে দূষণ নির্গমন অথবা সম্পদ আহরণ করা যেতে পারে ।

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ তথা বৃহৎ লেকের মৎস্য সম্পদ নানাভাবে উপকূলীয় অঞ্চলের উপর নির্ভরশীল। উপকূলীয় মৎস্য মজুদের উপর অধিকাংশ মৎস্য আহরণ(capture fisheries) নির্ভরশীল, এ সমুদ্রের দূরবর্তী অঞ্চলে মজুদকৃত মাছও আহরণ করে করা হয়ে থাকে যারা জীবনের একটা সময় সমুদ্রপোকূলে যেমন নার্সারি বা চারণ এলাকায় বাস করে। উপকূলীয় অঞ্চলের মাছের মজুদ প্রাথমিক উৎপাদনশীলতার উপর নির্ভরশীল। জলাশয়ের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা খাদ্য শিকলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উপকূলীয় মৎস্য চাষ জায়গা ও সম্পদের জন্য উপকূলীয় এলাকার উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উপকূলীয় এলাকার উপর নির্ভরশীল বিধায় উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে এই সেক্টরের কার্যক্রম অত্যন্ত সংবেদনশীল। ফলে এ খাতের উপর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। একই সময়ে মৎস্য সেক্টর উপকূলীয় অন্যান্য কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্থ বা প্রভাবিত করতে পারে। যেমনঃ জায়গার জন্য প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অত্যন্ত স্পষ্ট বিধায় উপকূলীয় এলাকার কার্যক্রম, পরিবেশ এবং সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। মৎস্যসম্পদের দায়িত্বশীল আচরণবিধি, ধারা ১০ এর ব্যাখ্যামূলক উপাদান হিসেবে এসব দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এই বিশাল অপ্রতুল উপকূলীয় সম্পদের যুক্তিসংগত ব্যবহারের লক্ষ্যে উপকূলীয় ব্যবস্থাপনায় মৎস্য সম্পদের সমন্বয় করাই দায়িত্বশীল আচরণবিধির ধারা-১০ এর লক্ষ্য। বিশেষ করে এই দিক নির্দেশনাসমূহের মাধ্যমে উপকূলীয় ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা মৎস্যখাতের সমন্বয় করা যাতে উপকূলীয় সম্পদের সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের কৌশল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মৎস্য খাত ও অন্যান্য খাতের মধ্যে মত বিনিময়ের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। উপকূলীয় অঞ্চলের মৎস্যসম্পদের ব্যবহার উন্নয়নে আগ্রহীদের উদ্দেশ্য করেই এ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু কার্যক্রম এই আচরন বিধিতে উলেখ করা হয়েছে। তবে সম্পদ ব্যবহারকারীগণের শুধু সম্পদের মূল্য নির্ধারণেই নয় পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায়ও ভূমিকা আছে। সমন্বিত উপকূলীয় ব্যবস্থাপনা (ICM) হচ্ছে সমুদ্র এবং ভূমির মধ্যবর্তী অঞ্চলের সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া, তবে সমন্বিত ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহ অভ্যন্তরীণ বৃহৎ জলাশয়সমূহের পানি ও ভূমির মধ্যবর্তী অঞ্চলের। এই আচরণবিধি এবং নির্দেশাবলীতে মৎস্য সেক্টর বলতে মৎস্য আহরণ এবং মৎস্যচাষ উভয়কেই বুঝানো হয়েছে, যদি না একটি অথবা অন্য সেক্টরের কথা বিশেষভাবে উলেখ করা থাকে। আচরণ বিধির ধারা ১০ এর অনুসরনেই, তথা এতদ্ সংশিষ্ট ব্যাখ্যা ও বিবেচনাবলী অনুসরণ করেই এই নির্দেশিকা প্রণয়ন।

Translated and Printed by the Bay of Bengal Programme
Inter-Governmental Organisation
April 2009